History Study Material

Dumkal College

Semester-3, DSE Course-V

[The Delhi Sultanate in Retrospect]

সুলতানি আমলে বাণিজ্যের বিকাশ। [Unit:3]

সুলতানি যুগে ভারতে ব্যাবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। মধ্যযুগে ভারতে আগত বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকদের রচনা থেকে সে যুগের অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। মূলতঃ তুর্কি শাসকদের কেন্দ্রীভূত শাসনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক শহরের আবির্ভাব, মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ, উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বণিকদের বিশ্রামের জন্য পথে সরাইখানা বা মঞ্জিল নির্মান এবং চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে বণিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি এই যুগে বাণিজ্যের বিকাশে সাহায্য করে। এই সময় ভারতে অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য উভয় প্রকার বাণিজ্যই প্রচলিত ছিল।

অন্তর্বাণিজ্য: সুলতানি আমলে সারা দেশে অন্তর্বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে পণ্য পরিবাহিত হত এবং দেশীয় বাজারগুলিতে তা বিক্রি হত। সুলতানি যুগে নগরায়ণের ফলে নতুন নতুন শহরের উদ্ভব ঘটলে শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে খাদ্যদ্রব্য, শাকসবজি ও কাঁচামাল শহরে আমদানি করা হয়। এর পাশাপাশি সুলতানি আমলে কৃষককে অত্যন্ত চড়া হারে ও নগদ অর্থে খাজনা মেটাতে হত। এই কারণে ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা তা ভ্রাম্যমাণ বণিক বা ক্যারাভানদের (Karavanis) কাছে বিক্রি করে দিত। **জিয়াউদ্দিন বারানির** বিবরণ থেকে জানা যায়, এই ক্যারাভেন বা **ক্যারাভানিস** (Karavanis) নামক বণিকরা কৃষকদের কাছ থেকে শস্য কিনে শহরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে শস্য বিক্রি করত।

বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রঃ সুলতানি আমলে স্থল ও জল উভয় পথেই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালিত হত। এই সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বড়ো বড়ো শহর ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হত। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে আগত **ইবন বতুতার** বিবরণ থেকে জানা যায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সময় তিনি অসংখ্য বাণিজ্যকেন্দ্র দেখতে পান। এগুলির মধ্যে রাজধানী **দিল্লি** ছিল একটি উন্নত বাণিজ্যকেন্দ্র।

Dumkal College

দিল্লির একটি বাজারকে তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম বাজার বলে বর্ণনা করেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দিল্লিতে খাদ্যশস্য, মদ, ছাপা কাপড়, মসলিন প্রভৃতি আসত। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে **মুলতান** ছিল স্থল-বাণিজ্যের একটি বড়ো অন্তর্বর্তী ঘাঁটি। উত্তর পশ্চিম ভারতের সমস্ত পণ্য মুলতান হয়ে দিল্লিতে যেত, আবার দিল্লি থেকে পণ্যাদি এসে বিদেশে রপ্তানির জন্য এখানে জমা হত। মুলতান থেকে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে ক্রীতদাস রপ্তানি হত, আর সেখান থেকে উন্নত মানের ঘোড়া ভারতে আসত। এছাড়া সিন্ধু, কাশ্মীর, গুজরাট, বিজয়নগর, বাংলা প্রভৃতি স্থানও এইযুগের স্থল বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

বণিক সম্প্রদায়ঃ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নানা ধরনের বণিকরা নিয়োজিত ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গুজরাটের বেনে সম্প্রদায়, রাজস্থানের মারোয়াড়ি সম্প্রদায়, মুলতানি ও খোরাসানি সম্প্রদায় এবং মুসলিম বোহরা বণিক সম্প্রদায় প্রমুখ এই বাণিজ্যে দক্ষ ছিল। **খোরাসানিরা** ছিল আফগান ও পারসিক জাতীয় বিদেশি মুসলিম বণিক। **মুলতানিরা** ছিল এ যুগের সবচেয়ে বড়ো বণিক সম্প্রদায়। সুলতানি যুগে এই মুলতানি বণিকরা বাণিজ্য ও সুদের কারবারে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রয়োজনে আমির-ও ওমরাহরা তাদের কাছ থেকে ঋণ নিতেন। সাধারণভাবে বণিকরা খুবই সুখী ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। তারা সুন্দর পোষাক পড়ত এবং সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করত।

বহির্বাণিজ্য: সুলতানি আমলে ভারতে বহির্বাণিজ্যেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল। তবে সেযুগে জলপথ ও স্থলপথ—দু'ভাবে এই বাণিজ্য চললেও জলপথই ছিল প্রধান।

বাণিজ্যকেন্দ্র: (১) স্থলপথে **উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে** ভারতীয় বণিক-দল বোখারা, সমরখন্দ, দামাস্কাস এবং মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন শহরে পণ্যসামগ্রী নিয়ে চলে যেত। (২) ভারতের **পশ্চিম উপকূলে** ক্যাম্বে, ব্রোচ, দিউ, গোয়া, কালিকট, কোচিন, কুইনল প্রভৃতি বন্দর থেকে ভারতীয় বণিকরা তাদের পণ্য নিয়ে পারস্য উপসাগর হয়ে মধ্য প্রাচ্যের ওরমুজ, জেড্ডা, বসরা, এডেন প্রভৃতি স্থানে পাড়ি দিত। আবার লোহিত সাগরের পথ ধরে তারা আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতেও চলে যেত। সেখান থেকে ইউরোপ এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দেশগুলিতে ভারতীয় পণ্যাদি পৌঁছে যেত। এছাড়া (৩) ভারতের **পূর্ব উপকূলে** বাংলার সোনারগাঁও বন্দর থেকে বাণিজ্যতরী ব্রহ্মদেশ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, মালাক্কা এবং চিন প্রভৃতি দেশে চলে যেত।

আমদানি- রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদিঃ বহির্বাণিজ্যে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিদেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি হত। বিদেশ থেকে চন্দন কাঠ, জাফরান, কপূর, ওষুধপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মদ, কাচ, সোনা, রূপো,

Dumka College

উন্নত মানের ঘোড়া, ক্রীতদাস প্রভৃতি সে সময়ে ভারতে আমদানি হত। আবার ভারতীয় চাল, গম, মশলা, বস্ত্র, রেশম, শৌখিন দ্রব্য, সুগন্ধি দ্রব্য, সোনার গয়না, দামি পাথর, ইস্পাত, নীল প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হত।

বণিক সম্প্রদায় : আরব, ইরান ও মিশরের মুসলিম বণিকরা ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তবে গুজরাটি ও মুলতানি বণিকদেরও যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। এ ছাড়া ছিল পার্সি, ইহুদি ও খ্রিস্টান বণিকরা। বিদেশি বণিকরা ভারতের বিভিন্ন শহরে বসবাস করে তাদের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করত। অনেকে আবার ভারতীয় নারীকে বিবাহ করে চিরতরে ভারতেই থেকে যেত। ইবন বতুতার মতে, ক্যাম্বের অধিকাংশ বণিক ছিল অভারতীয়।

Dumkal College